দৈনিক
ইত্তেফাক
তারিখ ... 13 JUL 2008
পৃ - ৩ কলাম - ৪

দনিয়া স্কুল এ্যান্ড কলেজে প্রশংসাপত্র আনতে গিয়ে অভিভাবক লাঞ্ছিত

। ইত্তেফাক রিপোর্ট ।

রাজধানীর শ্যামপুরে 'দনিয়া একে স্কুল এন্ড কলেজে' প্রশংসাপত্র নিতে গিয়ে এক অভিভাবক লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনায় দিনভর কলেজে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করে। শ্যামপুর থানার সাব-ইন্সপেক্টর মইনুল আহসান জানান, স্থানীয় বাসিন্দা জহুরুল ইসলাম চানের মেয়ে এই স্কুল থেকে সদ্য মাধ্যমিক পাস করেছে। গতকাল সকাল ১১টায় তিনি মেয়ের প্রশংসাপত্র নেয়ার জন্য স্কুলে যান। এ সময় স্কুল কর্তৃপক্ষ তার কাছে ১০০ টাকা দাবি করে। কোন রসিদ ছাড়া টাকা দিতে অস্বীকার করলে স্কুলের অফিস সহকারী আসিফ ইকবালের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি এবং এক পর্যায়ে হাতাহাতি হয়। এই ঘটনা জানাজানি হলে স্কুলে উত্তেজনা দেখা দেয়। সকল অভিভাবক একত্রিত হয়ে ভাংচুরে বিক্ষোভ করেন এবং অধ্যক্ষের পদত্যাগ দাবি করেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তবে উত্তেজনা চলতে থাকে। বেলা ৫টার দিকে স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং অভিভাবকেরা সমঝোতা আলোচনায় বসেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত আলোচনা চলছিল।

জহুরুল ইসলামের ভাতিজা রাকিবুল হাসান জানায়, ভিকারুন্নেছা স্কুল এন্ড কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তির ফরম জমা দেয়ার শেষ দিন ছিল শনিবার। আর এজন্য তার চাচা দনিয়া একে স্কুল এন্ড কলেজে তার মেয়ের প্রশংসাপত্র আনতে যান। কিন্তু কর্তৃপক্ষ রসিদ ছাড়া টাকা দাবি করায় তিনি দিতে অস্বীকার করেন। এ নিয়েই কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি হয়। তিনি বলেন, এ বিদ্যা পীঠের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ রয়েছে। প্রভাবশালী হওয়ার কারণে এতদিন কেউ কোন কথা বলতে পারেননি। শনিবারের ঘটনায় এলাকার সব অভিভাবক এগিয়ে এসেছেন। এ ব্যাপারে অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, টাকার জন্য নয়; অনেকেই প্রশংসাপত্র নেয়ার জন্য এসে লাইনে দাঁড়ানো ছিলেন। জহুরুল ইসলাম লাইন ছাড়া নিতে গেলে অফিস সহকারী দিতে অস্বীকার করেন। মূলত এ নিয়েই গণ্ডগোল। তিনি জানান, এছাড়া সম্প্রতি অভিভাবকদের কমিটির নির্বাচন শেষ হয়েছে। নির্বাচন নিয়ে দুই গ্রুপের বিরোধের জের ধরে একটি গ্রুপ তার বিপক্ষে কাজ করছে।

গতকাল দনিয়া এ কে স্কুল এন্ড কলেজে এক অভিভাবক লাঞ্ছিত হওয়ার পর ছাত্র ও অভিভাবক কর্তৃক অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া ঘেরাও হন। এ সময় পুলিশ পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করে -ইত্তেফাক